ভোরের কাগজ - 399
তারিখ ... APR 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : মেধা যাচাইয়ে বৈষম্যমূলক নীতি

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের প্রতিটি মেধাবী ছাত্রের একটি স্বপ্ন থাকে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার তথা ভর্তি হওয়ার। কিন্তু কর্তৃপক্ষের মেধা যাচাইয়ে কিছু বৈষম্যমূলক নীতির যাঁতাকলে পড়ে অনেক ছাত্রের এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয় না। প্রথম ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্কোর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের যথাক্রমে ৪% এবং ৬% যোগ করে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাস ও অনার্স কোর্সের ভর্তির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এইচএসসিতে প্রাপ্ত চতুর্থ (অতিরিক্ত) বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে স্কোর নির্ণয় করা হয়। ঢাকা ভার্সিটির ক্ষেত্রেও চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদ দেওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কেননা এইচএসসির চতুর্থ বিষয় তথা শর্টহ্যান্ড ও টাইপে ছাত্রদের যে যথাযথ মেধা মূল্যায়ন হয় না তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মেধা ছাড়া শুধু ঘুষের বিনিময়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী (ব্যতিক্রম ছাড়া) এই বিষয়ে লেটার মার্ক পেয়েছে এবং মোট নম্বরকে আশাতীতভাবে বৃদ্ধি করেছে। তদুপরি ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেহেতু চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয় না। যেহেতু স্কোর নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর বাদ দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত নয় কি?

অন্যদিকে মেধার কারণে হোক কিংবা অন্য যেকোনো কারণে হোক দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, স্কোরের দিক দিয়ে ঢাকা বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা অন্য বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। বাণিজ্য বিভাগে এটি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। এর মূল কারণটি কোথায় তা বুঝা মুশকিল। স্বাভাবিকভাবেই স্কোরে পিছিয়ে থাকার কারণে অন্যান্য বোর্ডের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কম সুবিধাজনক অবস্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে বেশির ভাগই ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়।

তাই ঢাকা ভার্সিটিতে মেধার এই বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বোর্ডের ওপর কোটা পদ্ধতির আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এতে প্রতিটি বিভাগের — অংশ আসন মেধানুসারে ভর্তি করে অন্য — অংশ আসন সমহারে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মেধাক্রম অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ওপর বন্টন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিবিএ-র কথাই ধরা যাক। এখানকার ৬০০টি আসনের মধ্যে প্রথম ২০০টি আসন মেধানুসারে ভর্তি করে পরবর্তী ৪০০টি আসন প্রতি বোর্ডের ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে এই হার কিছুটা রদবদল করা যেতে পারে। এতে করে মেধার বৈষম্যের অবসান হবে এবং সমগ্র দেশ থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।